52906 - ইমাম ও মুক্তাদী এ দু'জন হলেই জামাতে নামায অনুষ্ঠিত হতে পারে

প্রশ্ন

যদি বাড়িতে দু'জন লোক থাকে তাহলে এই সংখ্যাটা কি জামাতের সাথে নামায পড়ার জন্য যথেষ্ট? যেখানে একজন হবেন ইমাম; আর অন্যজন মুক্তাদী?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।.

হ্যাঁ, জামাতে নামাযের জন্য দু'জন মানুষ যথেষ্ট: ইমাম ও মুক্তাদী। হোক সেটা বাড়িতে বা অন্য কোথাও। ইমাম বুখারী রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "দুই ও ততোধিকের সমন্বয়ে জামাত হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ।" তারপর সেখানে মালেক ইবনুল হুয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীসটি বর্ণনা করেন, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন: "তোমরা সফরে গেলে আযান দিবে ও ইকামত বলবে। তোমাদের মধ্যে যে বড় সে ইমামতি করবে।" [সহীহ বুখারী: ৬৫৮]।

হাফেয ইবনে হাজার রাহিমাহুল্লাহ বলেন: "তার বক্তব্য 'দুই ও ততোধিকের সমন্বয়ে জামাত হওয়া সংক্রান্ত পরিচ্ছেদ' এই শিরোনামটা একটা হাদীসের ভাষ্য যা দুর্বল কিছু বর্ণনায় এসেছে। ... নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এক লোককে একাকী নামায পড়তে দেখে বললেন: "এমন কেউ কি নেই যে তার প্রতি সদকা করবে, তথা তার সাথে নামায পড়বে?" তখন এক লোক উঠে গিয়ে তার সাথে নামায আদায় করল। তিনি বললেন: "এই দুজনে মিলে জামাত হয়েছে।"

"এই দুজনে মিলে জামায়ত হয়েছে" অংশটুকু বাদে বাকি ঘটনা আবু দাউদ ও তিরমিযী অন্য এক বিশুদ্ধ সূত্রে বর্ণনা করেছেন।

ইবনে হাজার আরো বলেন:

এটা (অর্থাৎ মালেক ইবনুল হুয়াইরিস রাদিয়াল্লাহু আনহুর হাদীস) দিয়ে দলীল প্রদান করা হয়েছে যে জামাতের সর্বনিম্ন সংখ্যা হলো একজন ইমাম ও একজন মুক্তাদী। মুক্তাদী সাধারণভাবে পুরুষ অথবা শিশু কিংবা নারী যে কেউ হতে পারে।" [হাফেযের কথা সমাপ্ত]।

হাফেয যে হাদীসটির দিকে ইঙ্গিত দিয়েছেন সেটা সুনান আবু দাউদে (৫৫৪) বর্ণিত হয়েছে এবং আবু দাউদ সেটাকে বিশুদ্ধ বলেছেন। হাদীসটির ভাষ্য হলো: আবু সাঈদ খুদরী রাদিয়াল্লাহু আনহু বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি

ওয়াসাল্লাম এক লোককে একাকী নামায পড়তে দেখে বললেন: "এমন কউে কি নইে, যে তার প্রতি সদকা করবে, তথা তার সাথে নামায পড়বে?" [শাইখ আলবানী সহীহুল জামে (২৬৫২) বইয়ে এটাকে সহীহ বলছেনে]।

আউনুল মা'বূদ গ্রন্থরে লখেক বলনে: "যাতে করে সে জামাতরে নকেী পায়। পরণিামে সে যনে তার প্রতি সদকা করল।"

উবাই ইবনে কা'ব রাদয়িাল্লাহু আনহু বর্ণনা করনে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলনে: "একাকী নামাযরে চয়েে কোনো ব্যক্তরি অন্য কারো সাথে নামায আদায় করা অধকি পবত্রি। আর একজনরে সাথে নামায পড়ার চয়েে দুইজনরে সাথে নামায পড়া বশেি পবত্রি। সংখ্যায় তারা যত বশেি, আল্লাহর কাছে সে নামায তত প্রয়ি।" [সুনান নাসাঈ (৮৪৩) ও সুনান আবি দাউদ (৫৫৪)। শাইখ আলবানী সহীহুল জামে (২২৪২) বইয়ে এটাকে সহীহ বলছেনে।] তবে এটা জানা জরুরী, প্রত্যকে ব্যক্তরি উপর মসজদিে গয়িে জামাতে নামায আদায় করা ওয়াজবি। ওজর ছাড়া একাকী কংিবা ঘরে জামাত করে নামায পড়া জায়যে নইে।

ফতোয়া বষিয়ক স্থায়ী কমটিকিে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি: দু'জনরে একত্রে নামায পড়া কি জামাত হসিবেে গণ্য হব?

কমটিি উত্তর দয়ে: "দু'জন ও ততোধকি ব্যক্তরি একত্রে নামায জামাত হসিবেে গণ্য হয়। কন্তিু সংখ্যা যত বশেি হয় মর্যাদাও তত বড়েে যায়। তদুপরি মসজদিে জামাতরে সাথে নামায আদায় করা ওয়াজবি।" [ফাতাওয়াল লাজনাহ আদ-দাইমাহ: (৭/২৮৯)]।

শাইখ ইবনে উছাইমীন রাহমিাহুল্লাহুকে জজ্ঞিাসা করা হয়ছেলি এমন একদল লোকরে ব্যাপারে যারা ঘরে জামাত করে নামায আদায় কর। তনিি বলনে:

"আমি এদরেকে উপদশে দবি যনে তারা আল্লাহকে ভয় করে এবং মসজদিে মুসলমিদরে সাথে জামাতে নামায আদায় কর। কারণ এই মাসআলায় আলমেদরে অগ্রগণ্য মত হলো, কোনো ওজর না থাকলে মসজদিে গয়িে জামাতরে সাথে নামায আদায় করা ওয়াজবি। কারণ নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেনে: "আমি ইচ্ছা হচ্ছলি য, নামায শুরু করার নর্দিশে দইি। নামায দাঁড়ানোর পর একজন লোককে আদশে দইি যনে সে মানুষরে ইমামতি করব। আর আমি কছিু লোক নয়িে বরেয়িে যাই যাদরে সাথে লাকড়রি বোঝা আছ। তারপর যে লোকরো নামাযে উপস্থতি হয়নি আমি তাদরে বাড়ীঘর আগুন দয়িে জ্বালয়িে দইি।" [দখেুন: বুখারী (৬৪৪) ও মুসলমি (৬৫১)]।

এই লোকরো হয়তো নজিদেরে বাসস্থানে জামাত করে নামায আদায় কর। কন্তিু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চয়েছেলিনে তারা যনে সইে জামাতরে সাথে নামায আদায় কর, যইে জামাতকে শরীয়ত নর্ধিারণ করছে। আর শরীয়ত নর্ধিারতি জামাত হলো তারা যারা এমন মসজদিে নামায আদায় করবে যখোনে নামাযরে সময় হলে নামাযরে জন্য আহ্বান করা হয়। তাই তো আব্দুল্লাহ ইবনে মাসউদ রাদয়িাল্লাহু আনহু বলনে: "যে ব্যক্তি আগামীকাল মুসলমি অবস্থায় আল্লাহর সাথে

সাক্ষাৎ করতে চায়, সে যেন এই নামাযগুলো নিয়মিত সেই স্থানে আদায় করে যেখানে নামাযগুলো আদায় করার জন্য ডাকা হয়।” তিনি বললেন: “যেখানে নামাযগুলো আদায় করার জন্য ডাকা হয়” আর ‘যেখানে’ শব্দটা স্থান নির্দেশক। অর্থাৎ সে যেন নামাযটা নিয়মিত সেই স্থানে আদায় করে যেখানে এর জন্য ডাকা হয়” [ফাতাওয়াশ শাইখ ইবনে উছাইমীন: (১৫/১৯)]।